

## সূরা ৬৭ : মূলক, মাক্কী

## ٦٧ - سورة الملك، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوعَاتُهَا : ٢)

## সূরা মূলক এর ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কুরআন কারীমে ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা ওর পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওটা হল الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ এই সূরাটি।’ (আহমাদ ২/৩২১, আবু দাউদ ২/১১৯, তিরমিযী ৮/২০০, নাসাই ৬/৪৯৬, ইবন মাজাহ ২/১২৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

ইমাম তিবরানী (রহঃ) এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ তা‘আলার সাথে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।

ওটা হল الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ এই সূরাটি।’ (তাবারানী ৪/৩৯১)

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন সাহাবী জঙ্গলের এমন এক জায়গায় তাঁর স্থাপন করেন যেখানে একটি কাবর ছিল। কিন্তু ওটা তাঁর জানা ছিলনা। তিনি শুনতে পান যে, কে যেন সূরা মূলক পাঠ করছেন এবং পূর্ণ সূরাটি পাঠ করেন। ঐ সাহাবী এসে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘এ সূরাটি হল বাধাদানকারী এবং মুক্তিদাতা। এটা কাবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।’

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। মহা মহিমাম্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান,	١. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<p>২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।</p>	<p>۲. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ</p>
<p>৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সজ্জাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন দ্রুটি দেখতে পাও কি?</p>	<p>۳. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِهِ الرَّحْمَنَ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ</p>
<p>৪। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।</p>	<p>۴. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ خَسِيرٌ</p>
<p>৫। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।</p>	<p>۵. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ</p>

## আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং জীবন, মৃত্যু, জান্নাত ইত্যাদি সৃষ্টি এসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূকের উপর তাঁরই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর হুকুমকে কেহ টলাতে পারেনা। তাঁর শক্তি, হিকমাত এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে কেহ তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা ঐ লোকগুলি দলীল গ্রহণ করেছেন যাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যাতে সৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ

কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮) সুতরাং প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবন্ত বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮) মহান আল্লাহ বলেন :

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা তাওবাহ করলে তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে।

সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে। মি'রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। বরং তুমি দেখবে যে, ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আছে কোন হের-ফের, না কোন গরমিল। আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ফাটল ধরা। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫, কুরতুবী ১৮/২০৯, তাবারী ২৩/৫০৭) ইমাম সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। (কুরতুবী ১৮/২০৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : হে আদম সন্তান! তুমি কি এতে কোন অপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছ? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : হে আদম সন্তান! অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখ তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তাহলে বারবার দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি দেখতে পাবেনা এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'খাসিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অবমাননা। (তাবারী ২৩/৫০৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) উভয়ে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অবজ্ঞা/তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ২৩/৫০৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, وَهُوَ حَسِيرٌ দ্বারা নিঃশেষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দুর্বলতার কারণে অবসাদগ্রস্ত হওয়া। অতএব এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তুমি যতই ওর প্রতি লক্ষ্য করনা কেন, তোমার দৃষ্টি আপনা আপনি নিজের দিকে ফিরে আসবে।

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু চলাফিরা করে এবং কতকগুলি স্থির থাকে।

এরপর ঐ নক্ষত্রগুলির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়। ওগুলি হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে ঐ শাইতানদের

উপর নিষ্কিণ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শাইতানদের জন্যতো দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছে :

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ  
لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا وَهُمْ  
عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুসমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উচ্চা নিষ্কিণ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উচ্চাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৬-১০)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শাইতানদের মারা এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে, আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে। এটা ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৫০৮)

৬। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল!

ۖ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

৭। যখন তন্মধ্যে নিষ্কিণ্ত হবে তখন তারা উহার উৎকিণ্ড গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত।

ۗ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ

<p>৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে : তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?</p>	<p>۸. تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ</p>
<p>৯। তারা বলবে : অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।</p>	<p>۹. قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ</p>
<p>১০। এবং তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা।</p>	<p>۱۰. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ</p>
<p>১১। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!</p>	<p>۱۱. فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ</p>

### জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বিবরণ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! এটা গাধার মত উচ্চ ও অপছন্দনীয়

শব্দকারী ও উদ্ভেজনাপূর্ণ জাহান্নাম। জাহান্নামের আগুনে তারা জ্বলতে পুড়তে থাকবে। وَهِيَ تَفُورُ এর অর্থ হচ্ছে টগবগ করে ফুটানো। শাওরী (রহঃ) বলেন যে, উহা এমন হবে যেমন অনেক পানিতে সামান্য কয়েকটি বীজ বা দানা ফুটানো হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : تَكَادُ تَمِيزُ مِنْ الْغَيْظِ আগুনের তেজস্ক্রিয়তার কারণে শরীরের এক অংশে যখন তাপ লাগতে থাকবে তখন অপর অংশও শরীর থেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

এ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্চিত করা এবং তাদের উপর শেষ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেন : ‘ওরে হতভাগ্যের দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?’ তখন তারা হায়, হায় করতে করতে উত্তর দিবে : ‘অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূলগণ সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তাঁর ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।’ যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَّتْ أُبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

যখন তারা সেখানে (জাহান্নামে) উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে : অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

(সূরা যুমার, ৩৯ : ৭১) তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতামনা এবং আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতামনা। তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী জানতামনা এবং তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতামনা।

আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : তারা নিজেরাই তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য অভিশাপ!

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষ কখনও ধ্বংস হবেনা যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ দেখে নিবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে।’ (আহমাদ ৫/২৯৩)

১২। নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	۱۲. إِنَّ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
১৩। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী।	۱۳. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সুস্বদর্শী, সম্যক অবগত।	۱۴. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
১৫। তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ	۱۵. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي



হতে আহাৰ্য গ্রহণ কর;  
পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।

مَنَاجِبَهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

## আল্লাহকে না দেখে ভয় করায় মু'মিনদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

আল্লাহ ঐ লোকদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে ভয় করে। যদিও তারা নির্জনে অবস্থান করে, যেখানে কারও দৃষ্টি পড়বেনা, তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তাঁর অবাধ্যতামূলক কাজ করেনা এবং তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে :

‘সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা।’ তাদের মধ্যে এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে উত্তরে বলে : ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি (সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারিনা)।’ আর এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা।’ (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের খবরও তিনি জানেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টজীব হতে বে-খবর থাকবেন এটাতো অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতো সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত।

## আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অধীন্যস্ত

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর স্বীয় নি‘আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :  
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। এটা স্থিরতার সাথে বিছানো রয়েছে। এটা

মোটাই হেলা-দোলা করছেন। ফলে তোমরা এর উপর শান্তিতে বিচরণ করছ। এটা যেন নড়া-চড়া করতে না পারে তজ্জন্য আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে মেরে দিয়েছেন। এতে তিনি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে রেখে দিয়েছেন। এটা হতে তিনি ফল ও শস্য উৎপন্ন করছেন। তোমরা এখানে যথেষ্টা ভ্রমণ করতে রয়েছ। এখানে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতে রয়েছ। এভাবে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা তাদবীর করছ এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের চেষ্টাকে সফল করছেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, জীবনোপকরণ লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদ আহমাদে উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

‘তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে ঐভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান করে থাকেন, পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।’ (আহমাদ ১/৫২, তিরমিযী ৮/৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সুতরাং পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেননা উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে সহজকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বটে। কিয়ামাতের দিন তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন **مَنَّاكِب** এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্তভাগ এবং ওর যাতায়াতের স্থান। (তাবারী ২৩/৫১২, কুরতুবী ১৮/২১৫)

১৬। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে?

১৬. **ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ**

<p>১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী!</p>	<p>১৭. أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ</p>
<p>১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!</p>	<p>১৮. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ</p>
<p>১৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।</p>	<p>১৯. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ</p>

আল্লাহ যেভাবে খুশি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন,  
তাঁর হাত থেকে রক্ষা করার কেহ নেই

এই আয়াতগুলিতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শির্কের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা তাঁর সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, তিনি শাস্তি দেননা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দেন। যেমন তিনি বলেন :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ  
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَلِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلِئِبِّ اللَّهِ كَانَ  
بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৫)

আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে কাঁপতে থাকবে?’ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? যেমন মহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا  
تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৮)

অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপাম্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন রূপে বলেন : তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনা তাদের পরিণতি কি হয়! তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

## পাখিদের আকাশে উড়ে চলা এবং ছোট বড় সবকিছু আল্লাহর কুদরাতের চিহ্ন

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ** তারা কি তাদের উপরদেশে পক্ষীকূলের প্রতি লক্ষ্য করেনা, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। এটা তাঁর করুণা যে, তিনি বায়ুকে ওদের অধীন করে দিয়েছেন। সৃষ্টজীবের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণকারী এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাদের সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

**أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ**  
**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**

তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ : ৭৯)

২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিরেরাতো বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

**٢٠. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ**  
**إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ**

২১। এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

**٢١. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ**  
**إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقُهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا**  
**فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ**

<p>২২। যে ব্যক্তি বুকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে?</p>	<p>۲۲. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ</p>
<p>২৩। বল : তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।</p>	<p>۲۳. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ</p>
<p>২৪। বল : তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।</p>	<p>۲۴. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ</p>
<p>২৫। তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?</p>	<p>۲۵. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ</p>
<p>২৬। বল : এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।</p>	<p>۲۶. قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ</p>
<p>২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ন্তান হয়ে যাবে এবং তাদেরকে</p>	<p>۲۷. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ</p>

বলা হবে : এটাইতো তোমরা  
চাচ্ছিলে।

وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وُقِيلَ  
هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ

## আল্লাহ ছাড়া সাহায্য কিংবা জীবিকা প্রদান করার আর কেহ নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করত যে, তারা যে পীর-বুয়ুর্গদের ইবাদাত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদেরকে আহায্য দান করতে তারা সক্ষম। তাই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন : আল্লাহ ছাড়া না কেহ সাহায্য করতে পারে, আর না আহায্য দান করতে পারে। কাফিরদের বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেহ তা চালু করতে পারেনা। দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও লা-শারীক আল্লাহই ক্ষমতাবান। এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি কাজকর্মে তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই কাফিরেরা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং ঔদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ বাসা বেঁধেছে। এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মন চায়না, আমল করাতো দূরের কথা।

## মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যের

## একটি তুলনামূলক আলোচনা

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন :  
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ :  
مُسْتَقِيمٍ কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি

নিম্নমুখী করে চলছে, না সে পথ দেখছে, আর না তার জানা আছে যে, সে কোথায় চলছে, বরং উদ্ভিন্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর মু'মিনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। রাস্তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই। ঐ লোকটির কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ। সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে চলতে আছে। কিয়ামাতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে। কাফিরদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর মুসলিমরা সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন :

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২২-২৩)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা হবে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যিনি পায়ের ভরে চালিত করেছেন তিনি কি মুখের ভরে চালিত করতে সক্ষম নন?' (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৬/৩৫০ মুসলিম ৪/২১৬১)

**অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন  
যে, কিয়ামাত দিবসেও তিনি আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম**

মহান আল্লাহ বলেন : قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলেনা। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। অর্থাৎ তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলিকে তাঁর



নির্দেশ পালনে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার কাজে তোমরা অল্পই ব্যয় করে থাক।

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাদের ভাষা, বর্ণ ও আকৃতি করেছেন পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা বলেন যে, কাফিরেরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনা বলে এই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলে : এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুত্থানের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা যদি সত্য হয় তাহলে হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন সংঘটিত হবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই ঐ সময় আসবে। আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাদেরকে ঐ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট এসব খবর পৌঁছে দেয়া, যা আমি পালন করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا যখন কিয়ামাত সংঘটিত হতে শুরু করবে এবং কাফিরেরা তা স্বচক্ষে দেখবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, তা সত্ত্বরই হোক অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় পাবে যেটাকে তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হবে। কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا  
كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭-৪৮) তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যে বলা হবে : এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে!

২৮। বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি - যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে?

۲۸. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي  
اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ  
تُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

২৯। বল : তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

۲۹. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ  
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْمُونَ مَنْ  
هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

৩০। বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি?

۳۰. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ  
مَأْوَاكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ  
بِمَاءٍ مَعِينٍ

## মুসলিমদের মৃত্যুতে অমুসলিমদের উৎফুল্ল হওয়ায় কোন লাভ নেই, তাতে তাদের মুক্তিও নেই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : হে নাবী! যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও : তোমরা এটা কামনা করছ যে, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলেই বা কি যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তই করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের উপর দয়াপরবশ হন তাহলে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি নেই। তোমাদের মুক্তির উপায়তো এটা নয়! মুক্তিতো নির্ভর করে তাওবাহর উপর, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তাঁর দীনকে মেনে নেয়ার উপর। আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করেনা। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : বল, আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ : ১২৩)

মহান আল্লাহ বলেন : হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে আরও বলে দাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ লাভ করবে, আর কে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে কে আছে?

## পানিসহ বিভিন্ন অনুকম্পার কথা আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া

মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ এরপর বলেন : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ۖ য়ে পানির উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্য তোমরা

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি অসমর্থ হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেহ আছে কি, যে এই প্রবহমান পানি তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেহই তোমাদেরকে এ পানি এনে দিতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহই এর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর ফয়ল ও কাওমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত করেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে নদী প্রবাহিত করেন।

সূরা মূলক -এর তাফসীর সমাপ্ত।